সম্পাদকীয়

শিক্ষামন্ত্রী এবার একবার ভাববেন কি?

প্রয়োজনীয় শিক্ষক সংখ্যা, উপকরণ সুবিধাদি এবং শ্রেণীকক্ষসহ দরকারি অবকাঠামোগত অবস্থ বিবেচনায় না এনে যত্রতত্র ডিগ্রি কলেজগুলোতে সম্মান ও মাস্টার্স কোর্স চালু করায় উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু অভিভাবককুলই নয়, সমস্ত সচেতন মহলই এখন ভাবছে বিষয়টি। সুস্থ লেখাপড়ার পরিবেশ দূরে থাক, চলছে এক হযবরল অবস্থা। অবশ্য রাজধানী ও বাইরের গুটিকয়েক বড় কলেজের অবস্থা একেবারে ভিন্ন না হলেও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রয়েছে।

এর বাইরের দৃশ্যপটটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রায় প্রতিটি জেলা সদরে এবং এর বাইরে একাধিক ডিগ্রি কলেজে সম্মান এবং কোন কোনটিতে বিভিন্ন বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। তদবিরের শক্তি ওপরে নির্ভর করছে এর সংখ্যা। তদবিরের শক্তি যত বড় অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের বিষয়ের সংখ্যা তত বেশি হয়েছে। তথ্যাভিজ্ঞমহল জানিয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে একেবারে অসম্ভব পর্যায়ে কলেজগুলোতেও বিভিন্ন বিষয়ে সম্মান ও মাস্টার্স খুলে দেয়া হয়েছে।

নির্ধারিত নিয়মনীতি থাকলেও রাজনৈতিক বিবেচনা এখানে প্রাধান্য পায় মূলত। কলেজগুলোর বর্তমা হাল-হকিকত হলো প্রথম বর্ষ সম্মান শুরু হলো মাত্র কদিন ধরে, পুরাতন প্রথম বর্ষ সম্মান ঘাড়ের ওপ রয়েছে। আছে দ্বিতীয়, তৃতীয় বর্ষ সম্মান, প্রিলিমিনারি একটা পুরনো, একটা নতুন এবং আছে শেষবর্ষ চূড়ান্ত পর্বের মাস্টার্স কোর্স। এরপর ওই কলেজে যদি থাকে উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ, ডি পাস কোর্সের বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং কলা বিভাগ তাহলে তো ষোলকলা পূর্ণ। এ রকমের কলেজে প্রতি বিভাগে শিক্ষক রয়েছেন যে সমস্ত কলেজ ভাগ্যবান সেখানে সর্বোচ্চ চারজন।

সুতরাং যা হওয়ার তাই হচ্ছে। অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া ছাড়াও চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সময়মত ভর্তি, ভর্তি ফরম ঠিক করা, পরীক্ষা নেয়া, রেজিস্ট্রেশন করা এবং চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবতীয় দাপ্তরিক কাজে এখন সার্বক্ষণিকভাবে বিভাগীয় শিক্ষকরা ব্যস্ত থাকছেন। এগুলো করার জ পৃথক লোকবল দরকার হলেও শিক্ষকদেরই এখন তা করতে হচ্ছে সারাদিন। সুতরাং পাঠদানের কাজ উপেক্ষিত হচ্ছে। এ ব্যবস্থায় শিক্ষকদেরও কোন জবাবদিহিতা থাকছে না। উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাত পাস কোর্স যেখানে আছে সে কলেজগুলোর অবস্থা আরো করুণ। শুধু শিক্ষক সংকটই নয়, রয়েছে শ্রে কক্ষেরও অভাব। বিজ্ঞান বিভাগের অবস্থা আরো শোচনীয়। অভিজ্ঞমহলের অভিযোগ, ডি কলেজগুলোতে সম্মান ও মাস্টার্স খুলতে কর্তৃপক্ষ যতটা আগ্রহী, নতুন শিক্ষক পদ সৃষ্টিতে ততটা কনজারভেটিভ। খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কেই এ অভিযোগ সর্বত্র এখন। দীর্ঘদিন থেকে অধিকাং কলেজে নতুন শিক্ষক পদ সৃষ্টি করা হয়নি। সরকারি কলেজগুলোতেই এ চিত্র প্রকট। কলেজ পর্যা সম্মান ও মাস্টার্স কোর্স চালু করে সরকার উচ্চ শিক্ষার বিস্তার যেখানে চাচ্ছেন সেখানে প্রয়োজনী শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে যুক্তির তারা ধার ধারবেন না তাতো হয় না।

ফলে ছাত্র ভর্তি থেকে শুরু করে পরীক্ষা গ্রহণ সর্বত্রই নিয়ন্ত্রণহীন এক নৈরাজ্যকর অবস্থা এখ বিরাজমান। বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্নীতির এটিও একটি অন্যতম কারণ। ক্লাস নেই, ক্লাসে উপস্থিতি দায়বদ্ধতা নেই, শ্রেণীকক্ষ নেই, শিক্ষক নেই, শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নেই এবং ভর্তির নিয়ম থাকলে মেনে চলার কোন বালাই নেই। ছাত্রনেতাদের যোগসাজশে কলেজ প্রশাসন বেশি বেশি ছাত্র ভর্তি করা আগ্রহী এমন অভিযোগও আমাদের কাছে এসেছে। এ যেন বেশি স্বাদ বেশি লাভ বেশি কাপ চা-এ বিজ্ঞাপনের মত।

তদবিরের জোরে কিছু কলেজের কিছু বিভাগের ছিটেফোঁটা পদ সৃষ্টির কিছু দৃষ্টান্ত থাকলেও এ সম্প শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন নীতি রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহলের সংশয় রয়েছে।

আমরা মনে করি না, সম্মান ও মাস্টার্স কোর্সের কলেজগুলোর সব সমস্যার সমাধান এ মুহূর্তে ক ফেলা সম্ভব। তবে ক্লাসই যদি না হতে পারে বা তার ব্যবস্থা না থাকে তা হলে আর এগুলো চ করে লাভ কি? আমরা দাবি করব শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিটি কলেজের বাস্তব দৃশ্যপটটি সরজমিন তদন্ত ক ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক দেয়ার ব্যবস্থা করুক। অবস্থা যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে, এছা সমস্যার আপাত কোন সমাধান নেই বলেই অভিজ্ঞমহল মনে করছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী একব ভাববেন কি?